বৃহস্পতিবার, ২১ ভাদ্র, ১৪২৪
বর্ষ : ৬, সংখ্যা : ৩৬

ব্রিক্সে মোদী-শি আলোচনা ফলপ্রসূ

ভারতের বড় কূটনৈতিক সাফল্য

ডোকালাম কাণ্ড নিয়ে দীর্ঘ কয়েকমাস ধরে ভারত ও চিনের মধ্যে টানটান উত্তেজনার অবসানের পর ইয়েমেনে ব্রিকস্ শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর একান্তে বৈঠকে দু'দেশের মধ্যে শান্তি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্র আরও মজবুত হল। এই আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। অবশ্যই এই বৈঠকের জন্য ভারতের কূটনৈতিক তৎপরতা উল্লেখযোগ্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুযোগ্য নেতৃত্বে এই আলোচনার পর ভারত ও চিনের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হল। চিন ভারতের প্রতিবেশী। প্রতিবেশী কোনও রাষ্ট্রের সঙ্গে কোনও বিষয়ে মতভেদ হতেই পারে। কিন্তু প্রকাশ্য বিরোধ কখনও কাম্য নয়। এখন ব্রিকস্ সম্মেলনের পর দুই বৃহৎ দেশ উন্নয়ন, বিকাশ, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করবে, এটাই কাঙ্খিত। প্রধানমন্ত্রী মোদী চিনের প্রেসিডেন্ট শি-জিনপিংকে ব্রিকস্ শীর্ষ সম্মেলন। সফল হওয়ার জন্য তাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, পুরোপুরি সফল হয়েছে এই গুরুত্বপূর্ণ শীর্ষ সম্মেলন, সবচেয়ে উল্লেখের যে, চিনের সরকারি মুখপত্র এই সংবাদ ফলাও করে প্রকাশ করেছে। প্রসঙ্গত, সিকিম সেক্টরে ডোকালামে ৭৩ দিন ধরে চলেছিল দু'দেশের সেনাবাহিনীর তৎপরতা। রুট মার্চ এবং সেনা মোতায়েন। এবার নয়াদিল্লির কূটনৈতিক প্রচেষ্টা দুই রাষ্ট্রনেতার মুখোমুখি বৈঠক উপমহাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় নতুন মাত্রা যোগ করল। এটা অবশ্যই উল্লেখের দাবি রাখে।

প্রকৃতপক্ষে ব্রিকস্ সম্মেলনে ভারতের জয় সূচিত হয়েছে পাক মদতপুষ্ট দুই জঙ্গি গোষ্ঠীর নিন্দায় চিন সহ ব্রিকস্ সদস্য দেশগুলি একসুরে নিন্দা করায়। ব্রিকসের এই বার্তা অবশ্যই ইসলামাবাদকে ভাবিয়ে তুলবে। এটা কম কথা নয়। সবচেয়ে বড় সাফল্য হল প্রায় ছয় দশক পর চিন পঞ্চশীলে আস্থা রেখে শান্তি চেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জানিয়েছেন, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সম্প্রীতির মূলমন্ত্রী পঞ্চশীল থেকে শিক্ষা নিয়েই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় তার দেশ। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ডাক দিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী মোদীও সীমান্তে শান্তি ও সুস্থিতির বার্তা দিয়েছেন।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

"সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী ওঁকারে লয় হয়।"

"একবার ওঁ বল্লে যখন সমাধি হয় তখন পাকা।"

"হৃষীকেশে একজন সাধু সকালবেলায় উঠে ভারী একটা ঝরণা তার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সমস্ত দিন সেই ঝরণা দ্যাখে আর ঈশ্বরকে বলে---'বাঃ বেশ করেছ! বাঃ বেশ করেছ! কি আশ্চর্য!' তার অন্য জপ-তপ নাই। আবার রাত্রি হ'লে কুটীরে ফিরে যায়।" "তিনি নিরাকার কি সাকার সে-সব কথা ভাববারই বা কি দরকার? নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদে কেঁদে বল্লেই হয়—হে ঈশ্বর, তুমি যে কেমন, তাই আমায় দেখা দাও!"" "তিনি অন্তরে-বাহিরে আছেন।"

"অন্তরে তিনিই আছেন। তাই বেদে বলে '**তত্ত্বমসি**'। (সেই তুমি)। আর বাহিরেও তিনি। মায়াতে দেখাচ্ছে, নানা রূপ; কিন্তু বস্তুতঃ তিনিই রয়েছেন।"

"তাই সব নাম রূপ বর্ণনা করবার আগে, বলতে হয় **ওঁ তৎ সৎ**।"

"দর্শন করলে এক রকম, শাস্ত্র পড়ে আর এক রকম। শাস্ত্রে আভাস মাত্র পাওয়া যায়। তাই কতকগুলো শাস্ত্র পড়বার কোন প্রয়োজন নাই। **তার চেয়ে নির্জনে তাঁকেডাকা ভাল**।"

"গীতা সমস্ত না পড়লেও হয়। দশবার গীতা গীতা বল্লে যা হয় তাই গীতার সার। অর্থাৎ 'ত্যাগী'। **হে জীব, সব ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরের আরাধনা কর—এই গীতার সার কথা।**"

দিনপঞ্জিকা

২১ ভাদ্র, ভাঃ ১৬ ভাদ্র **৭ সেপ্টেম্বর**, ২১ ভাদ্, সংবৎ ১ আশ্বিন বদি, ১৫ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৪, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪৮। **বৃহস্পতিবার,** প্রতিপদ দিবা ঘ ১১।৫৬ মিঃ। পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্র দিবা ঘ ২।৮মিঃ। শূলযোগ রাত্রি ঘ ১২।৫৮ মিঃ। কৌলবকরণ, দিবা ঘ ১১।৫৬গতে তৈতিলকরণ, রাত্রি ঘ ১১।৩১ গতে গরকরণ। **জন্মে**—কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ঘ ৮।৪ গতে মীনরাশি বিপ্রবর্ণ, দিবা ঘ ২।৮ গতে অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা। **মৃতে**—দ্বিপাদদোষ, দিবা ঘ ১১।৫৬ গতে ত্রিপাদদোষ, দিবা ঘ ২।৮ গতে একপাদদোষ। **কালবেলাদি** ঘ ২।৪২ গতে ৫।৪৮ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ১১।৩৬ গতে ১।৩ মধ্যে। **যাত্রা**—মধ্যম দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ঘ ৮।২০ গতে পূর্ব্বে উত্তরেও নিষেধ। দিবা ঘ ১১।৫৬ গতে যাত্রা নাই। **শুভকর্ম্ম**—দিবা ঘ ১১।৫৬ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যরোপণ ধান্যচ্ছেদন ভূমিক্রয়বিক্রয় কুমারীনাসিকাবেধ গোবিক্রয়াদি। **বিবিধ**—প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট এবং দ্বিতীয়ার সপিন্ডন। দিবা ঘ ১১।৫৬ গতে চন্দ্রদগ্ধা। **ফসলী ১৪২৫ সাল আরম্ভ। দেশভক্ত শরৎচন্দ্র বসুর জন্মদিবস। মাহেন্দ্রযোগ**— দিবা ঘ ৭।৩ মধ্যে ও ১০।১৯ গতে ১২।৪৪ মধ্যে। **অমৃতযোগ**--রাত্রি ঘ ১২।৪২ গতে ৩।৪ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২১ ভাদ্র, ভাঃ ১৬ ভাদ্র, ৭ সেপ্টেম্বর, ২১ ভাদ্, ১৫ জেলহজ্জ উঃ ৫। ২৪, অঃ ৫। ৪৮ বৃহস্পতিবার, প্রতিপদ দি ঃ ঘঃ ১১।৫৬। ২১ ভাদ্র, শাহ্ সুফী ইলিয়াস আলী লস্কর(রহঢ) পর্দা।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

ডোকলাম নিয়ে তুলকালাম

ড. বাণীপ্রসাদ সেন
(এক্সিকিউটিভ মেম্বার, নিউ পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া)
শেষ পর্ব

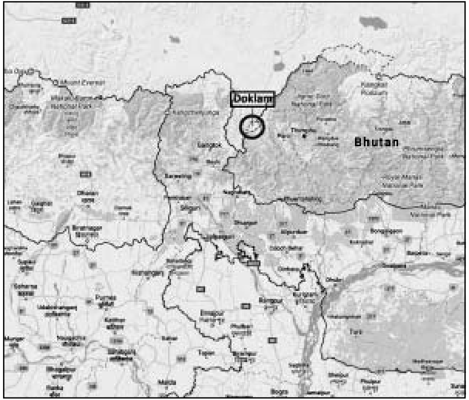

আর একটি গ্রাম নাথাং(Nathang)-এর অধিবাসীদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। ডোকলামের আকৃতি তথা ভূমিগত বিন্যাসটি বিচিত্র। দেখতে একটি গোলাকার বাটির মতো। তাই বলা হয়, Doklam bowl অর্থাৎ এর চারপাশে উঁচু পাহাড়ের সারি বা বৃত্তরেখা। এই পাহাড়েই ভারতীয় সেনারা সদাসতর্ক প্রহরায় নিযুক্ত। এইসব স্থান থেকে খুব সহজে ভারতের সৈন্যদল চীনের চাম্বি উপত্যকাকে নজরবন্দি করে রাখে। এই কাজটি সামরিক দৃষ্টি থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিরক্ষা বাহিনীর দুটি পার্বত্য ডিভিসন যথাক্রমে গ্যাংটকে অবস্থানরত ১৭ নং ডিভিসন এবং কালিম্পং-এর ২৭ নং মাউন্টেন ডিভিসনকে প্রস্তুত রাখা হয়। সামরিক বাহিনীর বর্ণনা অনুসারে প্রতি বছর নিয়ম মেনে Operational alertnerr অর্থাৎ কর্মতৎপরতাসংক্রান্ত সতর্কতা জারি করা হয়। কঠিন পার্বত্য পরিবেশের সাথে অভ্যস্ত তথা মানানসই হওয়ার জন্য এর বিশেষ প্রয়োজন আছে। পরিখা ও অন্যান্য বাধার প্রাচীর নির্মাণ ও সেগুলির পরীক্ষা-নিরিক্ষার কাজগুলি Operational alertnerr -এর অন্তর্গত। আগস্ট মাসের মধ্যভাগ অবধি ডোকলামের তুলকালাম কান্ড বেশ গুরুগম্ভীর অবস্থায় ছিল। বিষয়টির আমরা যদি চুলচেরা এবং বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাই যে চীন এমনিতেই সামরিক দৃষ্টি থেকে বলা যায় একটা কঠিন অবস্থায় উপনীত হয়েছিল। চাম্বি উপত্যকার অবস্থান এমন ধরণের যে ভারত সহজেই উপর থেকে এই সংকীর্ণ উপত্যকার দিকে তথা সেখানে চীনের গতি-প্রকৃতির দিকে নজর রাখতে পারে। সংকটকে গভীর না করে যদি চীন চলতে চায় তবে তার সামনে একটি উপায় অবশিষ্ট থাকে। সেটা হল ডোকলামের অনুরূপ আর একটি অঞ্চলকে নিজেদের দখলে আনা আর সম্ভাব্য সেই স্থান হল ভারত-চীন-নেপালের ত্রিদেশীয় সংযোগ স্থল লিপুলেখ যা ১৭,৫০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। লিপুলেখকে ভারত নিয়ন্ত্রণ করে। তবে নেপাল এই স্থানটির উপর তাদের দাবি বারবার ব্যক্ত করেছে। এর অর্থ হল ডোকলাম ও লিপুলেখের মধ্যে একটা পরিস্থিতিগত সাদৃশ্য আছে। চীন ডোকলাম ছেড়ে এখানে হাজির হতে পারে। চীনের নেতৃত্বের সামনে সমস্যা হল কমিউনিস্ট পার্টির ১৯তম জাতীয় কংগ্রেস। এই কংগ্রেস অবধি চীনের মুখ রক্ষা হয় এমন অবস্থা চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। অন্যথা বর্তমান নেতৃত্বকে পার্টি কংগ্রেসের বিরূপ সমালোচনার মুখে পড়তে হবে এমন একটা আশঙ্কা কাজ করছে। আরও একটি বিষয় আছে যা চীনকে মনে রাখতে হবে। ডোকলামের আবহাওয়ায় শীতের প্রাবল্য এমন কঠিন স্তরে পৌঁছায় যে চীনের সৈন্যদের পক্ষে প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে থেকে কাজ করা রীতিমত কঠিন হয়ে উঠবে। তুলনায় ভারতের সৈন্যদল এই আবহাওয়ায় অনেকটা অভ্যস্ত।

একদিকে চীনের মুখ রক্ষার সুপ্ত বাসনা ও অন্যদিকে ভারতের প্রকৃত যুদ্ধ এড়িয়ে চলার ইচ্ছা—এই দুইয়ের যোগফল হিসাবে যুদ্ধ যুদ্ধ মনোভাবের আড়ালে শুরু হল কূটনৈতিক তৎপরতা (Deplomatic activities)। বস্তুতপক্ষে যখন চীনের অবস্থান বেশ কঠিন এবং ভারতকে ১৯৬২ সালের সামরিক বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নেবার উপদেশ প্রদানে চীন ব্যস্ত হয়ে উঠল ঠিক তখনই জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল বেজিং রওনা হলেন চীনের সাথে আলোচনার জন্য। লক্ষণীয় বিষয় হল ভারতের সৈন্য বাহিনী একদিকে ডোকলামে বর্ষা ও শীত ঋতুর সাথে সখ্যতা বৃদ্ধির প্রয়াসে নিয়োজিত হল, তো অন্যদিকে কূটনীতির জগতে দক্ষতা ও কর্মকুশলতাকে একেবারে সাফল্যের শিখরে স্থাপন করবার জন্য উদ্যোগী হল। অজিত ডোভালের সাথে চীনের সমদায়িত্বে নিযুক্ত উচ্চপদস্থ আধিকারিক ইয়াং ঝিয়েচির আলোচনার রেশ থাকতে থাকতে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব এস. জয়শংকর ও চীনে ভারতের রাষ্ট্রদূত বিজয় গোখলে চীনের কর্তাদের সাথে কূটনৈতিক আলোচনার আর একটি পর্ব শেষ করেন। বিশেষজ্ঞরা অনেকেই বলেছেন একটি উত্তেজনামুখর টেনিস ম্যাচের মতই অবস্থা তৈরি হয়েছিল হিমালয়ের সীমান্তে। সমস্ত কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভারত একটি সহজ সাধারণ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে, দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে ২০১২ সালে যে ঐক্যমত তৈরি হয়েছিল অর্থাৎ ডোকলামের অবস্থা এতদিন যেমন ছিল তেমনই বজায় রাখতে হবে। চীন এখানে নিশ্চয় তার নজরদারি চালিয়ে যেতে পারে কিন্তু সড়ক নির্মাণ করা চলবে না। ভূটানের আঞ্চলিক অখন্ডতা ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব ভারতকে পালন করতেই হবে। চুক্তি অনুসারে ভূটানের প্রতি ভারত দায়বদ্ধ। ডোকলাম নাটকের এই দীর্ঘ পর্বের এক সাময়িক সমাপ্তি ঘটল ২৮ আগস্ট। উভয় রাষ্ট্রের ব্যাকুল আগ্রহের সার্থক ফলাফল হিসাবে দুটি দেশের পররাষ্ট্র দপ্তর ঘোষণা করল পারস্পরিক নির্লিপ্ততার কথা। যার সহজ অর্থ হল দুটি পক্ষ পূর্বে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে। বস্তুতপক্ষে কূটনৈতিক সাফল্যের এমন নজির বিরল। চীন তার সড়ক নির্মাণের কাজ স্থগিত ঘোষণা করেছে। ভারত এই সড়কের প্রশ্নে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল। সেখানে হয়তো ভারতীয় সৈন্যদলের পক্ষে কিছুটা শক্তি প্রদর্শনের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে চীনও উপলব্ধি করল ১৯৬২ সালের পরিস্থিতি আর ভারতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল এই সাফল্য অর্থাৎ কূটনৈতিক কলা কৌশলের এমন সফল প্রয়োগ কীভাবে হল। আসলে কূটনীতির জগতে একটি কথা শোনা যায়—Backroom talks অর্থাৎ গুপ্ত তথা গোপনকক্ষে চুপি চুপি দুটি বিবাদমান পক্ষের মধ্যে আলোচনা, যার উদ্দেশ্য হল বিরোধের মীমাংসায় উপনীত হওয়া। দীর্ঘ আলোচনার অন্তিম অংশ অনুষ্ঠিত হয়েছে হংকং শহরে। কিছু কিছু স্বনিযুক্ত সামরিক বিশেষজ্ঞ, বৈদ্যুতিন মাধ্যম ও সংবাদপত্রের নজর এড়িয়ে যাতে সুস্থিরভাবে আলাপ-আলোচনা সম্ভব হয় তার জন্য নিরাপদ স্থান হিসাবে হংকং সবার পছন্দ হিসাবে বিবেচিত হয়। ইতিমধ্যে BRICS অর্থাৎ ব্রেজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার শীর্ষনেতাদের সম্মেলনের সূচনা হয়েছে চীনের শিয়ামেন শহরে। ইতিমধ্যে সমগ্র বিশ্বের কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ কিছুটা বিস্ময় আর কিছুটা স্বস্তির সাথে প্রত্যক্ষ করছে যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত আবার একটি গৌরবের পালক সংগ্রহ করল যা সে নিজের টুপিতে সংযোজিত ও সজ্জিত করবে। এই প্রথম সন্ত্রাসবাদের প্রশ্নে চীন পূর্ণমাত্রায় স্পষ্টভাবে ভারতকে তার সমর্থন প্রদান করেছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সবই নির্ভর করে সম্পর্কের গভীরতার উপর। তাই চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের মীমাংসা আর হয়তো খুব দূরে নয়। ডোকলামের ঘটনা প্রমাণ করল যে ভারতীয় হাতি এবার সত্যিই তার বিশালতা ও মহত্ব প্রতিষ্ঠা করল যা চীনের ড্রাগনকে কিছুটা বেকায়দায় ফেলেছিল। জনসংখ্যা ও সম্পদে হাতির ন্যায় বলশালী ভারত অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কিছুটা মন্থর। তবে হাতি যেমন কোনও ঘটনা ভুলতে চায় না ও পারে না, ভারত তেমনি ১৯৬২-এর বিপর্যয়ের গ্লানিকে মনে রেখেছে, আর তাতেই মনের শক্তিতে ভারত খুবই দৃঢ়। হাতি আমাদের একান্ত নিজস্ব পশু যা আবার আমাদের কাছে পূজ্য। সেই দিক থেকে ভারতকে হাতি বলাই বিধেয়। এখন ড্রাগন কেমন আচরণ করে সেটাই আমাদের দেখতে হবে।

সত্যবিমুখতা ও চারিত্রিক সংকটই নিবৃত্তিমূলক জীবনলাভের অন্তরায়

(শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবাদর্শের ভিত্তিতে প্রস্তুত)

গদাধর রানা **পর্ব -২**

আমরা সততই নানা কর্মে ঘুরে মরি, কিন্তু আমরা জানি না কতদূর আমাদের যেতে হবে, তারও মূলে আমাদের অজ্ঞানতা। গীতায় কর্মের কথা বলা আছে। বাস্তবিক কর্ম কাকে বলে তা আমরা জানি না। যে কর্ম ক'রে মানুষের মন বন্ধনদশা থেকে মুক্ত হয় এবং আত্মভাবে মনের স্থিতি হয় তাই হ'ল কর্ম। আমরা কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করতে পারিনি তাই কৃতকর্ম বন্ধনের কারণস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। এখানেও প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে আমরা সত্যবিমুখ। কর্মের ক্ষেত্রে ধর্মের কথা আসে, আসে জ্ঞানের প্রসঙ্গ। সার্থক ধর্মপরায়ণ না হ'লে সফল কর্ম সাধিত হয় না। তাই চরৈবেতির সূত্র আমাদেরকে শিক্ষা দেয়—জীবনযন্ত্রের কাঁটাটিকে আত্মিক বিন্দুতে স্থির রাখতে হবে যার দুই পাল্লার একটিতে থাকবে জ্ঞান, অন্যটিতে কর্ম। স্বামীজী বলছেন, – " Every activity always means resistance." এই যে resistance শব্দটি প্রকৃতপক্ষে ব্যষ্টিমানুষের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞানসঞ্চয়ের দ্যোতক। আমরা প্রায়ই চিরন্তন শাশ্বত সত্যের কথা ভুলে বসেছি। ভুলে গেছি প্রাচীন ভারতীয় কৃষ্টি, প্রজ্ঞা বা দর্শনকে। আমরা ভুলে গেছি প্রাচীন কলা ও বিজ্ঞান, যা এই ভারতেরই চিরকালীন সম্পদ। এই ভুলে যাওয়াও তো একপ্রকার মিথ্যাশ্রয়ী হওয়ারই সামিল। জাগতিক পরিক্রমায় চিরন্তন শাশ্বত সত্যের সন্ধান দেয় দর্শন। বলাই বাহুল্য, দর্শন ও ধর্ম একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। দর্শনাশাস্ত্র হ'ল ধর্মের যুক্তিবাদী বিন্যাস আর ধর্ম হ'ল দর্শনশাস্ত্রের কার্যে পরিণতরূপ। আমরা একটু আগেই আধ্যাত্মিকতার কথা বলছিলাম। পূর্বোক্ত সূত্র অনুসারে ব্যাপারটি বুঝতে সহজ হ'লেও বিষয়টি কঠিন। কারণ, ত্যাগ ও অনাসক্তির প্রতিষ্ঠা করে মানবিক হৃদয়ের আধ্যাত্মিকতা। অথচ এ সম্বন্ধে কঠ উপনিষদ আমাদের শিক্ষা দেয় ঃ " ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়োবদন্তি।"—আধ্যাত্মিক পথ অত্যন্ত দুর্গম, ক্ষুরের ধারের মতোই তা শানিত। অত্যন্ত কষ্টকর এই যাত্রা। আমরা উত্তেজনাময় জীবনকেই বেশি ক'রে বেছে নিয়েছি। আমরা মুখোশী ভদ্র, কিন্তু প্রায়ই অত্যাচারের প্রশ্রয়দাতা। এই প্রসঙ্গেই নজরুল একদা বলেছিলেন ঃ

"কাহারে করিছ ঘৃণা তুমি ভাই, কাহারে মারিছ লাথি?
হয়তো উহারই বুকে ভগবান জাগিছেন দিবারাতি।"

প্রবৃত্তিকে ছাড়িয়ে সত্যিকার নিবৃত্তিমূলক জীবনকে জানতে হ'লে বা উপভোগ করতে গেলে ব্রহ্মচেতা হ'তে হবে। বুঝতে হবে জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার অভিন্নতাকে। আমরা সাধারণত ভেবে থাকি বুঝি জীবাত্মা অনেক সংখ্যায়। কিন্তু ব্যাপারটি এইরকম—সূর্যরশ্মি যখন অসংখ্য দর্পণের ওপর পরে তখন ওই প্রতিটি দর্পণই একএকটি ক্ষুদ্রাকার সূর্যের মতো আলো বিকিরণ ক'রে থাকে। এক্ষেত্রে সূর্যের আলো ও দর্পণের প্রতিফলিত আলো পরিমাণগতভাবে এক না হলেও গুণগতভাবে এক। সেইরকম সূর্যের জায়গায় ব্রহ্ম এবং দর্পণের জায়গায় মানবাত্মাকে বসালে তারাও গুণগতভাবে অবশ্যই এক হবে। এ প্রসঙ্গেই ঋষি শ্রীঅরবিন্দ এক সময় বলেছিলেন,—"সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যদি কোনো আলোক বা জ্যোতি থাকে তা হ'ল পরমাত্মার জ্যোতি"। আমরা বন্ধনমুক্ত কর্মের কথা বলছিলাম—স্বামীজী কর্মাশ্রয়ী মানুষ সম্বন্ধে কী বললেন দেখা যাক। স্বামীজী বলেছেন-— অকপট নাস্তিকের কর্ম-ধর্ম তবুও ভাল, কিন্তু কপট ধর্মবাদী

আস্তিক মানুষ অনেক ভয়ংকর—সে হেন মানুষ কখনই সত্যাশ্রয়ী হয় না, সত্যধর্মেও বিশ্বাস করে না। তখনই আসে চরিত্রসংকট। এ প্রসঙ্গে স্বামীজীর ভাষা,—"It is much better to be an outspoken atheist than to be a brute or hypocrite."

আজকের দিনে দিকে দিকে চরিত্রসংকট, মনুষ্যত্বের সংকট, কৃষ্টির সংকট, সমদর্শন ও সহাবস্থানের সংকট বা মূল্যবোধের সংকট—তাই সত্যের ঘটেছে নির্বাসন। কিন্তু প্রকৃত সত্য তো কখনও বিলুপ্ত হয় না। অন্ধকার যেমন জানে না তার ভিতরেই আলো আছে, ঠিক তেমনি মিথ্যাও জানে না যে তারই আড়ালে সত্য অবস্থান ক'রে চলেছে। অসত্যের আবরণে সত্য ঢাকা পড়ে যায়। তাইতো রাজা রামমোহন 'অপাবৃণু' শব্দটি প্রয়োগ করেছিলেন। বলেছিলেন—অসত্যের আবরণে ঢাকা সত্য উদ্ঘাটিত হোকএবং তা করবে মানুষ। তাহলেই চরিত্রসংকট বিদূরিত হবে। বলাইবাহুল্য, চরিত্র হচ্ছে জীবনতরীর হাল। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সংসারসমুদ্রে জীবনতরী তরতর ক'রে বইতে পারে যদি চরিত্ররূপ হালটি শক্ত ক'রে ধরা থাকে। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন—"ত্যাগজনিত ভূমানন্দের শক্তির সার্থকতা সম্বন্ধে অজ্ঞতাহেতু বিপুল নির্ভীক শক্তিকে আমরা পাপের কাজে লাগাই।" কিন্তু দুভার্গ্য, বর্তমানকালে নানা মত ও নানা পথের দ্বিধায় মানুষ দিশেহারা, উদভ্রান্ত, দিগভ্রান্ত, বিহ্বল। কোনদিকে যাবে, কীভাবে যাবে তাও তার অজানা। আগেকার দিনে প্রকৃতিকে বিশ্বাস ক'রে প্রকৃতি থেকে মানুষ সত্যসকল আহরণ করতে পারত, কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্য, সৌগন্ধ এবং শুভ্রতা থাকা সত্ত্বেও আমরা বর্তমানে সত্য আহরণে অনুপযুক্ত, অক্ষম। **ক্রমশ**

সম্পাদক সমীপেষু

ও আমার দেশের মাটি

ও আমার দেশের মাটি/তোমার পরে ঠেকাই মাথা। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ। সেই দেশেতেই আমাদের জন্ম হয়েছে। এটা ভারতবাসী সবার কাছে গর্ব করতে পারবে। যে দেশে বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, ক্ষুদিরাম বসু, বিনয়-বাদল-দীনেশ, রামপ্রসাদ বিসমিল, ভগৎসিং-দের মত বিপ্লবীরা জন্মগ্রহণ করেছেন। যেখানে মানুষের মঙ্গল-কামনা করে বিবেকানন্দ-রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মত মানুষ জন্মেছে। আবার কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন, কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেছেন। সেই দেশটার নাম ভারতবর্ষ। সেই দেশেতে জন্মগ্রহণ করে, আমরাও গর্বিত বোধ করি। সেদিন দেশের জন্য জীবনটাকে উৎসর্গ করে গেছেন। তাঁদের জন্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলম ধরেছিলেন। দেশের মঙ্গল-কামনায়, দেশাত্মবোধক গানেতে সেই কথাগুলোই তুলে ধরেছিলেন, তিনি একজন ভারতীয় হিসাবে ভারতবর্ষকে ভালোবেসেই লিখেছিলেন 'সর্ব খর্বতারে দহে' এই গানটি। আবার বীর সৈনিকদের জন্যই একটা মন্ত্রে লিখেছিলেন,'নাই নাই ভয় নাই'। ভারতবর্ষই মায়ের একটারূপ। একজন মা তার সন্তানকে যেমন জন্ম দিয়ে লালন পালন করে, তেমন ভারতমায়ের সন্তান হিসাবে আমরাও পাই ভারতমায়ের ভালবাসা। তাই কবি লিখেছিলেন, 'অয়ি ভুবন মনোমোহিনী। বীর বিপ্লবীদের জন্য তাঁরও আশীর্বাদ ও ভালোবাসা ছিল। তাই ভয়কে জয় করতে বীর বিপ্লবীদের অগ্নিমন্ত্রে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ' বল আমরা নতুন যৌবনের দূত'। তিনি সবরকম বাঁধাকে সরিয়ে দিতে বলে ছিলেন। বলেছিলেন, আজ থেকেই মরুবিজয়ের কেতনওড়াও। সব বাঁধাই পার হয়ে গেছে। এবার এগিয়ে বল, 'ভেঙ্গেছে দুয়ার, এসেছে জ্যোতির্ময়'। আবার বলি ভয়কে ভয় না ভেবে, জয় করতে এগিয়ে এসো। ভাঙ্গো বাঁধ, ভেঙ্গে দাও। তোমরা একসাথে বলো তেরঙ্গা পতাকা নিয়ে উড়িয়ে ধ্বজা অভ্র ভেদীরথে এসে গেছি। আজ আমরা আলোকের এই ঝরণা ধারায় এসে গেছি। তাই পিছন দিকে যাবার আর কোনো পথ নেই। এবার আমাদের লক্ষ্য একটাই পূর্ণ স্বাধীনতাটুকু দিয়েই ভারতমাতাকে শৃঙ্খল মোচনের হাত থেকে মুক্ত, এক নতুন প্রভাতের আলোয় বরণ করে নেবো। কারণ সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে/সার্থক জনম আমার মাগো তোমায় ভালোবেসে। আজ সেই ভালোবাসাটুকুকেই পাথেয় করে, আবার বলি- 'ও আমার দেশের মাটি/ তোমার পরে ঠেকাই মাথা।

প্রবীর মিত্র, হাওড়া-৪

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।............সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
পি-১১, সি আই টি রোড,
স্কিম- এলভি,
কলকাতা-৭০০০১৪

পাঠকের দরবারে

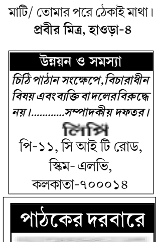

চিঠি পাঠান
লিপি
পি-১১, সি আই টি রোড,
স্কিম- এলভি,
কলকাতা-৭০০০১৪

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়